বণিক বার্তা
. নং : ডিএ ৬১০৮ ■ বর্ষ ০১, সংখ্যা ৩০৬ www.bonikbarta.com | সমৃদ্ধির সহযাত্রী

East West University
EAST WEST UNIVERSITY
LIBRARY
Plot No- A/2, Jahurul Islam City, Aftabnagar, Dhaka-1212

বণিক বার্তা, ২০২০-০৮-১৮, পৃঃ- ০২

সেমিনারে আলোচকরা

মহামারী মোকাবেলায় সর্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিতের বিকল্প নেই

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

নভেল করোনাভাইরাসের মতো মহামারীতে দেশের স্বাস্থ্য সংকট মোকাবেলায় সর্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষা (ইউনিভার্সাল হেলথ কাভারেজ-ইউএইচসি) নিশ্চিতের বিকল্প নেই বলে জানিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা। একই সঙ্গে স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় আমূল সংস্কার, স্বাস্থ্য খাতে বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধিসহ নানা সংস্কার প্রয়োজন বলে মত দিয়েছেন তারা। গতকাল 'কভিড-১৯ প্রাদুর্ভাব রোধে জননীতি ও মহামারীর পর বিশ্ব কীভাবে পরিচালিত হবে' বিষয়ে ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজনে অনলাইন সেমিনারে অংশ নিয়ে তারা এসব কথা বলেন।

সেমিনারে অধ্যাপক একে এনামুল হক ও অধ্যাপক সৈয়দ বাশারের একটি গবেষণাপত্র উপস্থাপন করা হয়। চলমান কভিড-১৯ প্রাদুর্ভাব রোধে জননীতি ও মহামারীর পর বিশ্ব কীভাবে পরিচালিত হবে—এ বিষয়ে গবেষণা করা হয়। গবেষণার জন্য ১৪৮টি দেশে করোনা পরিস্থিতি নিয়ে পর্যালোচনা করা হয়। গবেষণায় মহামারী নিয়ন্ত্রণে বেশকিছু বিষয়ে ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

গবেষণাপত্র উপস্থাপনকালে অধ্যাপক একে এনামুল হক বলেন, চলমান করোনাভাইরাস মহামারী থেকে মুক্তি পেতে প্রথমে সর্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা সরবরাহের বিষয়টি গুরুত্ব দিতে হবে। ভবিষ্যতে একই ধরনের প্রাদুর্ভাব মোকাবেলায় স্বাস্থ্য কৌশলে বিশেষভাবে মনোযোগ দিতে হবে। একই সঙ্গে বায়ুদূষণ মোকাবেলায় কাজ করতে হবে। করোনাভাইরাস প্রতিরোধে নমুনা পরীক্ষার দিকে বেশি মনোযোগ দিতে হবে।

সেমিনারে অংশ নিয়ে পরিকল্পনামন্ত্রী এমএ মান্নান বলেন, সর্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষা অর্জনে আমরা অনেক পিছিয়ে। তবে সরকার এ কাজ এগিয়ে নিতে নানা উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। সর্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষার মূল কথা হচ্ছে, সব মানুষ প্রয়োজনের সময় মানসম্পন্ন চিকিৎসাসেবা পাবে। চিকিৎসাসেবা কিনতে গিয়ে কেউ দরিদ্র হয়ে পড়বে না। উদ্দেশ্য অর্জনে এরই মধ্যে স্বাস্থ্য খাতে বিনিয়োগ ও বরাদ্দ বেড়েছে।

তিনি বলেন, লকডাউনের কারণে প্রায় তিন মাস সব সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকলেও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আবারো অর্থনীতির চাকা সচল হতে শুরু করেছে। অন্যান্য দেশের তুলনায় করোনাকালেও আমাদের দেশের প্রবৃদ্ধি অনেক ভালো।

পরিকল্পনা কমিশনের অর্থনীতি বিভাগের সদস্য (জ্যেষ্ঠ সচিব) ড. শামসুল আলম বলেন, করোনাভাইরাসের মোকাবেলায় সারা বিশ্বের মতো আমরাও অপ্রস্তুত ছিলাম। এরই মধ্যে সরকার স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে উন্নত করতে নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। করোনাভাইরাস প্রতিরোধে সরকার সারা দেশ লকডাউন করে রাখলেও বাজার ব্যবস্থা খোলা রেখেছিল। যে কারণে অন্য দেশের তুলনায় আমাদের দেশের অর্থনীতি এখনো ভালো অবস্থানে রয়েছে। আমাদের দেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার অনেক ভালো। ২০২৫ সালের মধ্যে করোনার ক্ষতি পুষিয়ে আবার উন্নতির দিকে অগ্রসর হবে দেশ।

আইইডিসিআরের সাবেক প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ডা. মুশতাক হোসেন বলেন, আমাদের জনস্বাস্থ্যকেন্দ্রিক স্বাস্থ্য সংস্কার করতে হবে। এখনই শহরাঞ্চলে কমিউনিটি স্বাস্থ্যসেবা সংবলিত জনস্বাস্থ্য কাঠামো গড়ে তুলতে হবে। স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে পিরামিডের মতো বিবেচনা করে এর ভিত্তিভূমিতে তৃণমূল পর্যায়ে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা গড়ে তুলতে হবে।